

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

162787 - সন্তান প্রতাপিলনে অবহলো করার ভয়াবহতা

প্রশ্ন

আমার মা স্নহেশীল নয়, বুঝদার নয়। ছোটবলো থেকেই তিনি আমাদের সাথে বুদ্ধি আচরণ করেন। স্নহেরে চোখ দিয়ে তিনি আমাদেরকে দেখেননি। এভাবেই আমরা বড় হয়েছি। একজন নারী হিসেবে তিনি কখনও আমার পাশে দাঁড়াননি। বয়সে প্রস্তুতাবক ছলেদের সাথে ও অন্য মানুষদের সাথে কভিবে আচরণ করতে হবে একজন নারী হিসেবে তিনি আমাকে সসেব কিছুই শেখাননি। একজন ময়েরে জীবনের অনেকে বিষয়েই তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তিনি আমাদের ক্ষেত্রে অনেক অবহলো করতেন। আল্লাহ তাআলা মায়েরে অবাধ্যতা ও মার সাথে অসদাচরণের কারণে একজন সন্তানকে যত্নে বচারেরে মুখোমুখি করবনে মাকেও ক অবহলোর কারণে সত্নে বচারেরে মুখোমুখি করবনে? আশা করি জবাব দিবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সন্তানদের উপর পতিমাতার যমেন অধিকার রয়েছে তমেনি পতিমাতার উপরও সন্তানদের অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তমেরা নজিদেরকে ও তমোদেরে পরবার-পরজিনকে আগুন থেকে রক্ষা কর; য়ে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, য়াতে নয়োজতি আছে নরিমম, কঠোরস্বভাব ফরেশেতাগণ, য়ারা অমান্য করে না য়া আল্লাহ আদশে করেন। তারা য়া করতে আদশেপ্রাপ্ত তাই তারা করে।”[সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তমেরা প্রত্যকেই দায়তিবশীল এবং তমোদেরে প্রত্যকেই অধীনস্থদেরে (দায়তিব) সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হবে। পুরুষ তার পরবার-পরজিনেরে দায়তিবশীল; তাকে তার অধীনস্থদেরে সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহেরে কর্তরী; তাকে তার অধীনস্থদেরে সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হবে...।”[সহি বুখারী (৮৯৩) ও সহি মুসলিম (১৮২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “যে বান্দাকে আল্লাহ কোন জনসমষ্টির দায়তিবশীল বানান; কনিতু সয়ে য়েনি মৃত্যুবরণ করে সয়ে দনি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে য়ে, সয়ে তার অধীনস্থদেরে ব্যাপারে খয়োনত করেছে; আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দনে।”[সহি মুসলিম (১৪২)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এর থেকে জানা গলে যে, পতিমাতার উপর সন্তানদরে কছি অধিকার রয়েছে; সতে সকল অধিকার আদায় করা কর্তব্য। সতে অধিকারগুলো অনকে; যমেন-

১। স্বামীর উচতি নজিরে জন্য উত্তম স্ত্রী বাছাই করা এবং স্ত্রীর উচতি নজিরে জন্য উত্তম স্বামী বাছাই করা। পুরুষ তার জন্য এমন একজন স্ত্রী বাছাই করবনে যতে নারী ভবষ্যতে তার সন্তানদরে মা হওয়ার উপযুক্ত। আর নারী এমন একজন পুরুষকে বাছাই করবনে যতে পুরুষ তার সন্তানদরে পতি হওয়ার উপযুক্ত।

২। সন্তানরে সুন্দর একটি নাম রাখা, তার যত্ন নয়ো এবং তার জন্য খাবার-পানীয়, পোশাকাদি ও বাসস্থান ইত্যাদি মটৌলকি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করা; এক্ষতেরে কৃপণতা বা অপচয় না করা।

৩। পতিমাতার উপর সন্তানদরে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্চে— উত্তম প্রতপালন, তাদরে চরতির ও আচার-আচরণ গঠনে যত্নবান হওয়া, আল্লাহ যভোবে সন্তুষ্ট হন তারা সতে ভাবে দ্বীন পালন করচ্চে কনি সতে তদারকি করা এবং তাদরে দুনিয়াবী প্রয়োজনগুলোরও খেঁজখবর রাখা; যাতে করে তাদরে জন্য উপযুক্ত ও সম্মানজনক জীবন নশ্চিত করা যায়।

সন্তানদরে এ অধিকাররে ক্ষতেরে অনকে পতিমাতাই অবহলো করনে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি নজিহে সন্তানদরে মাঝে অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহার টনে আননে।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলনে:

“যতে ব্যক্তি তার সন্তানকে উপকারী শকিষা দিয়ে না, অবহলোয় ছড়ে দিয়ে সতে তার সন্তানরে প্রতি জঘন্যতম অন্যায় করে। অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হয় পতিমাতার কারণে, পতিমাতার অবহলোর কারণে এবং সন্তানদরেকে ইসলামরে ফরয ও সুন্নত আমলগুলো শকিষা না দেয়ার কারণে। এভাবে ছোট বলোয় পতিমাতাই সন্তানদরেকে নষ্ট করে...। এক পর্যায়ে তিনি বলনে: “কত মানুষ নজিহে নজিরে সন্তানকে, তার কলজার টুকরাকে দুনিয়া ও আখরিতে দুর্ভাগা বানায়; তার প্রতি অবহলো করা, তাকে শাসন না করা, তাকে ভোগবলিসতে সহযোগিতা করার মাধ্যমে। অথচ সতে ব্যক্তি ভাবে যতে— সতে তাকে খুশি করতচ্চে; অথচ সতে তাকে লাঞ্ছতি করতচ্চে। সতে ভাবে যতে, সতে তার প্রতি দয়া করচ্চে; অথচ সতে তার প্রতি অন্যায় করচ্চে। এভাবে সতে ব্যক্তি সন্তান দিয়ে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং সন্তানকেও দুনিয়া ও আখরিতরে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে...।” এক পর্যায়ে তিনি আরও বলনে: “যদি আপনি সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণগুলো দেখনে তবে দেখবনে যতে, অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণ পতিমাতা।” [তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামলি মাওলুদ (পৃষ্ঠা- ২২৯, ২৪২) থেকে সমাপ্ত]

তবে, জনে রাখা উচতি সন্তান প্রতপালনে পতিমাতার অবহলোর মানতে এটা নয় যতে, সন্তানও পতিমাতার অধিকারগুলো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আদায়ে অবহলো করবে এবং তাদরে সাথে দুর্ব্যবহার করবে। বরং সন্তানদের উপর ফরয পতিমাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। তার প্রতি তাদরে দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং মাতাপতির প্রতি সদাচারণ” এবং তিনি আরও বলেন: “আর তোমার পতিমাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শরিক করার জন্য পীড়াপীড়িকরে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদরে কথা মনে নবি না। তবে, দুনিয়াতে তাদরে সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।” [সূরা লোকমান ৩১:১৫]

পতিমাতার উপর সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন: [20064](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।